পুনর্গঠনের দায়বদ্ধতা: ববি হাজ্জাজ, এমপি

একটি জাতির জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন বিজয় মোটেই বিজয়ের মতো অনুভূত হয় না। সেটি হয়ে উঠে হিসাব-নিকাশের এক তালিকা। তখন কেবল ভাঙনের শব্দ শোনা যায়।

দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠান, শূন্যপ্রায় রাজকোষ,—সব মিলিয়ে যেন এক সচল কিন্তু গন্তব্যহীন রাস্তা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী আছে কিন্তু শিক্ষা নেই; দপ্তরে কর্তৃত্ব আছে কিন্তু কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই। বাংলাদেশের নতুন সরকার ক্ষমতার মসনদে বসেনি, বরং এক চরম পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

আমাদের মতো যারা এক দশকেরও বেশি সময় রাজপথে আন্দোলন, সমাবেশ, যুক্তি আর প্রতিরোধের লড়াইয়ে শামিল ছিলেন, তাদের কাছে সরকার গঠন কোনো রাজ্যাভিষেক নয়। এটি ইতিহাসের এর এক কঠিন পরীক্ষা। যে ভোটের অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করেছি এখন তার মর্যাদা রক্ষা করার সময়। যারা দীর্ঘ বিরোধিতার সময়ে জনগণের পক্ষে কথা বলেছেন, এখন ক্ষমতার প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে সেই জনগণের কাছেই আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান নির্বাচনের আগে জাতির সামনে যে ইশতেহার তুলে ধরেছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি কেবল প্রতিশ্রুতির কোনো লম্বা তালিকা বা দক্ষিণ এশীয় রাজনীতির প্রচলিত চটকদার কোনো সাহিত্য ছিল না। এর মূলে ছিল ভোটের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, দায়বদ্ধ সরকার গঠন, সাংবিধানিক ও নির্বাচনী সংস্কার এবং এমন এক বাংলাদেশ গড়া যা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও রাজনৈতিকভাবে স্বচ্ছ। ৫১টি অগ্রাধিকার ভিত্তিক পয়েন্টের মাধ্যমে তিনি একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়েছেন যা জনগণের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য। যে দেশে দীর্ঘদিন ধরে কাজের চেয়ে ফাঁকা বুলি বা স্লোগান বেশি ছিল এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়াটা বড়ো কথা নয়; বরং আসল চমক হলো উন্নয়নকে জনগণের অধিকার ও জবাবদিহির সাথে যুক্ত করা।

কিন্তু ইশতেহার বিমূর্তভাবে শাসন করে না। ইশতেহার শূন্যে বাস্তবায়িত হয় না; একে লড়তে হয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধ্বংসস্তূপের সাথে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে, ২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪.০ শতাংশে নেমে এসেছে। বিদ্যুৎ ও শিল্প উৎপাদন গ্যাস সংকটে স্থবির।

আইএমএফ-এর মতে, আমাদের ব্যাংকিং খাত চরম ঝুঁকিতে; রাজস্ব আদায় জিডিপির মাত্র ৬ দশমিক ৯ শতাংশ আর খেলাপি ঋণের বোঝা পাহাড়সম। এগুলো কেবল কাগজের সংখ্যা নয়, এগুলো একটি ভেঙ্গে পড়া রাষ্ট্রের লক্ষণ। এ হলো আমাদের উত্তরাধিকারের অর্থনৈতিক গদ্য: মন্থর প্রবৃদ্ধি, দুর্বল বিনিয়োগ আর প্রভাবশালীদের কবজায় থাকা ব্যাংকিং ব্যবস্থা। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জরাজীর্ণ শহর, ভেঙে পড়া সেবা খাত আর এক বিশাল তরুণ প্রজন্ম, যাদের স্বপ্নের পরিধি কর্মসংস্থানের সুযোগের চেয়ে অনেক বড়ো।

আমরা ভাগ্যের দোহাই দিতে পারি, কিন্তু একটি উন্নয়নশীল দেশে ভাগ্য মানে হলো বিদ্যুৎ ঠিকঠাক থাকা, ঋণের সঠিক মূল্য থাকা, স্কুলে পড়াশোনা হওয়া আর ঘুষ ছাড়া দাপ্তরিক কাজ হওয়া।

ইতিহাস তার দুষ্ট হাসিতে আরও একটা বোঝা যোগ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে শিপিং ব্যাহত হওয়া এবং কাতার থেকে এলএনজি সরবরাহ বন্ধ থাকা আমাদের জ্বালানি ও সার সরবরাহকে হুমকির মুখে ফেলেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন খরচ, সারের কারখানা, শিল্পের উৎপাদন—সব জায়গায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। যখন আমাদের উপকূল থেকে অনেক দূরে একটি সরু জলপথ আমাদের বাজারের মেজাজ নির্ধারণ করা শুরু করে, তখন ভূগোলই হয়ে ওঠে ভাগ্য।

আমাদের অঞ্চলটিও খুব একটা স্থিতিশীল নয়। দক্ষিণ এশিয়া এখনো কৌশলগত অবিশ্বাস আর সীমান্ত সমস্যার জালে বন্দি। এমন এক প্রতিবেশে কোনো সরকারের পক্ষে ভাববিলাস বা অহংকারের সুযোগ নেই। আবেগ দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় না। মুখের বুলি দিয়ে সার্বভৌমত্ব রক্ষা হয় না। আজকের পৃথিবীতে সার্বভৌমত্ব মানে সক্ষমতা। খাদ্যে সক্ষমতা, জ্বালানিতে সক্ষমতা, শিক্ষায় সক্ষমতা, প্রশাসনে সক্ষমতা, বিশ্বাসযোগ্যতায় সক্ষমতা।

এই কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বের এক ভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। বর্তমানের জাঁকজমকপূর্ণ রাজনীতির ভিড়ে তিনি

জবাবদিহিমূলক দেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা।

এখন তাই কথার চেয়ে কাজের মূল্য বেশি। নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত প্রজাতন্ত্রের কাছে আজ উল্লাস অর্থহীন। এই প্রজাতন্ত্র চায় সংযম। চায় সততা। চায় দায়িত্বশীলতা এবং সবচেয়ে বেশি চায় কাজ।

কুষ্টিয়ায় জেলা জামায়াতের দোয়া ও ইফতার মাহফিল

কুষ্টিয়ায় উৎসবমুখর ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেল ৫টার দিকে শহরের অভিজাত দিশা টাওয়ার মিলনায়তনে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির ও কুষ্টিয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল গফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের টিম সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য অধ্যক্ষ একেএম আলী মোহসীন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, রমজান মাস আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের মাস। সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম এবং আর্তমানবতার সেবায় জামায়াতে ইসলামী সর্বদা বদ্ধপরিকর।

কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যাপক সুজা উদ্দিন জোয়ার্দারের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবজাল হোসেন এবং খেলাফত মজলিস বাংলাদেশের নায়েবে আমির অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাজহারুল হক মমিন, কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক, মিরপুর উপজেলা

আমির রেজাউল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া শহর শিবিরের সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ, জেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি মমিন বিশ্বাস ও মাজহার মাহবুব, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আল মামুন খন্দকার সাগর, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু মনি জুবায়েদ রিপন, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বাচ্চু এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তারিকুল হক তারিকসহ জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সুধীজন।

আলোচনা সভা শেষে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা এবং দেশ ও জাতির সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। মোনাজাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এবং আর্তমানবতার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা হয়। দোয়া শেষে উপস্থিত সকলে একসঙ্গে ইফতারে শরিক হন।

তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত

তারেক রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে সংসদনেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্যরা। আজ সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠক হয়।

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই সভা। পরে বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ শেষে সংসদীয় দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় জনাব তারেক রহমানকে সর্বসম্মতি ক্রমে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এ ছাড়া সংসদীয় দলের প্রথম সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিএনপি সংসদ সদস্য কেউ ডিউটি ফ্রি গাড়ি নেবেন না। একই সঙ্গে সরকারিভাবে

কোনো প্লট নেবেন না।

সূৎরঃ কালের কন্ঠ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল

শেরপুরে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক জামায়াত নেতা নিহত হওয়ার ঘটনায়, নারী কর্মীদের হেনস্তা ও হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা মডেল মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা “রেজাউল ভাই মরলো কেন, তারেক জিয়ার জবাব চাই”, “প্ল্যান প্ল্যান কোন প্ল্যান, মানুষ খুনের মাস্টারপ্ল্যান”, “হ্যাঁ মানে হাদি, না মানে মোদি” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা নায়েবে আমির মাহবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির খান জাহান আলী, এবি পার্টির আহ্বায়ক রফিকুজ্জামান এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম প্রমুখ।

সোনার দামে রেকর্ড অব্যাহত

দেশের বাজারে আবার বেড়েছে সোনার দাম। এবার ভরিতে দাম বেড়েছে ১৬ হাজার ২১৩ টাকা। নতুন দামে ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা, যা দেশের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।

নতুন দাম আজ সকাল ১০টা ১৫ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পিওর গোল্ড) দাম বাড়ায় সোনার দামে এই সমন্বয় করা হয়েছে।

সোনার নতুন দাম—

২২ ক্যারেট : প্রতি ভরি ২ লাখ ৮৬ হাজার ১ টাকা

২১ ক্যারেট : প্রতি ভরি ২ লাখ ৭২ হাজার ৯৯৬ টাকা

১৮ ক্যারেট : প্রতি ভরি ২ লাখ ৩৩ হাজার ৯৮০ টাকা

সনাতন পদ্ধতি : প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৩ হাজার ৩৯ টাকা

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, সোনার বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে ৫ শতাংশ সরকার নির্ধারিত ভ্যাট এবং বাজুস নির্ধারিত ৬ শতাংশ ন্যূনতম মজুরি যোগ করতে হবে। তবে গয়নার ডিজাইন ও মানভেদে মজুরি ভিন্ন হতে পারে।

এদিকে বেড়েছে রুপার দামও। ২২ ক্যারেটের রুপার ভরি ৮ হাজার ৫৭৩ টাকা, ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ভরি ৮ হাজার ১৬৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম ভরি ৬ হাজার ৯৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ২৪৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

অনুন্নত, স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে না। দুর্নীতির কারণে সম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়। ফলে ধনী-গরিবের ব্যবধান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে, গরিব ক্রমান্বয়ে গরিব হয় আর বিশেষ শ্রেণি ফুলে-ফেঁপে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছে পরিণত হওয়ার দিকে যায়। তাছাড়া সমাজের অসহায় শ্রেণি তথা পঙ্গু, অনাথ, বৃদ্ধদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। এই অসহায় শ্রেণির জন্যই প্রধানত রাষ্ট্র নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারও অসহায়-পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সরকারের কাবিখা, কাবিটার মত কর্মসূচিগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে অভাবী মানুষের কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকরভাবে কাজ করছে। অতীব জরুরি বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতাও প্রদান করছে সরকার। সরকার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে এর পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষাখাতে ব্যয় বাবদ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আড়াই শতাংশ ও জাতীয় বাজেটের ১৭ শতাংশ হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে পেনশন ও ভর্তুকি কর্মসূচিগুলো যখন বাদ দেওয়া হয়, তখন বরাদ্দটি জিডিপির মাত্র এক দশমিক দুই শতাংশ ও বাজেটের সাত শতাংশে নেমে আসে।

বর্তমানে ২৬টি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪০টি কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থবছরে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রায় ১০ লাখ উপকারভোগী। কয়েকটি কর্মসূচিতে ভাতা বাড়ানো হয়েছে ৫০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে এসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের বাড়তি ব্যয় হবে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের চারটি ও খাদ্য অধিদপ্তরের একটি কর্মসূচিতে অন্তত ১০ লাখ উপকারভোগী বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সূত্রটি জানায়, গত অর্থবছরের প্রতি মাসে ৬০০ টাকা করে বয়স্ক ভাতা পেতেন ৬০ লাখ উপকারভোগী। বর্তমান অর্থবছরের ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৬১ লাখ করা হয়েছে। প্রতিমাসে জনপ্রতি ভাতার পরিমাণ করা হয়েছে ৬৫০ টাকা।

এ ছাড়া বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৭ লাখ ৭৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২৯ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ৫৫০ থেকে ৬৫০ টাকা করা হয়েছে।

গত বাজেটে ৮৫০ টাকা করে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পেতেন ৩২ লাখ ৩৪ হাজার উপকারভোগী। নতুন বাজেটে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৪ লাখ ৫০ হাজার করার পাশাপাশি ভাতা করা হয়েছে ৯০০ টাকা। মা ও শিশু উপকার কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লাখ ৫৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ১৭ লাখ ৭১ হাজার করা হয়েছে । এক্ষেত্রে ভাতার পরিমাণ ৮০০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮৫০ টাকা। এছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ লাখ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া হিজড়া, বেদে, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের ভাতা ক্ষেত্রবিশেষে ১৫০ টাকা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জীবনযাপনের ব্যয় বিবেচনা করে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বস্তি দিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবছর বাজেট বক্তৃতায় এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, “নতুন বাজেটের মূল উদ্দেশ্য সমতাভিত্তিক ও কল্যাণধর্মী। সার্বিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানো হবে। তবে সম্পদ সীমিত হওয়ায় ভাতার পরিমাণ কতটুকু বাড়ানো যায়, সেটা বিবেচনা করা হবে।”

এছাড়াও, বেদে সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী বেড়েছে চলতি অর্থবছরে। গতবছর ৪ হাজার ৩৯৮ জন বেদে সন্তান শিক্ষা উপবৃত্তি পেতো। চলতি অর্থবছরে এ সুবিধা পাচ্ছে ৪ হাজার ৮৩৮ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ২৮ হাজার ৯১২ জন থেকে বাড়িয়ে ৩১ হাজার ৯০২ জন করা হয়েছে। এ ছাড়া চা শ্রমিকদের এককালীনের পরিবর্তে মাসিক ভাতা দেওয়ার বিষয়টি বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। এতদিন চা শ্রমিকদের বছরে একবার ৬ হাজার টাকা দেওয়া হতো। চলতি অর্থবছর থেকে প্রতি মাসে ৬৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে বলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) প্রকাশিত বিশ্ব সামাজিক সুরক্ষা প্রতিবেদন ২০২৪-২৬-এ ধারণা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষায় জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক নয় শতাংশ খরচ করে। এই সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক গড় তিন দশমিক আট শতাংশের তুলনায় কম।

প্রাক্কলন থেকে জানা যায় বার্ধক্য ভাতা (ওএএ) ও বিধবা ভাতার (ডব্লিউএ) মতো মূল কর্মসূচিগুলো থেকে মাসিক সুবিধা মাথাপিছু জাতীয় দারিদ্র্যসীমার আয়ের মাত্র ১৪ শতাংশ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা ২২ শতাংশের তুলনায় সামান্য বেশি।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষায় সুবিধা কম, যা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে খুব কমই সমন্বয় করা হয়। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর প্রকৃত মূল্য ক্রমাগত কমে যায়। তবে বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে ছয় বৃহত্তম প্রকল্পের মধ্যে কেবল বার্ধক্য ভাতা প্রকৃত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নতুন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পুনর্গঠন করাও এখন সময়ের দাবি। তা-সত্ত্বেও বলতেই হবে যে, গ্রামীণ, কৃষিনির্ভর এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং প্রশংসনীয় সাফল্য রয়েছে।

তবে, দেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের মনে রাখা দরকার, বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা নীতিগুলো প্রাথমিকভাবে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোর বিবেচনায় করা হয়েছে। কেননা, কৃষিতে এখনো শ্রমশক্তির বৃহত্তম অংশ নিযুক্ত রয়েছে।

তবে দেশে শিল্প ও পরিষেবা খাতগুলোও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এই উদীয়মান খাতের উপর নির্ভরশীল প্রান্তিক পরিবারগুলোর জন্যও নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডিজাইন করা জরুরি। এছাড়া জলবায়ু- ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষ্যবস্তু সুরক্ষা বিবেচনায় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকলে আয়-বৈষম্য কিছুটা হলেও লাঘব হবে। দেশ আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যপূর্ণ সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-হাসপাতালের পাশে সিগারেট বিক্রি করলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশুপার্কের আশপাশে সিগারেট বা তামাক বিক্রির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রেখে ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে। ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধন করে এ অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লিনিক, খেলাধুলার স্থান ও শিশু পার্কের সীমানার ১০০ মিটারের মধ্যে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি করবেন না বা করাবেন না।

সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সময় সময় সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দিয়ে এ সীমানার পরিধি বাড়াতে পারবে বলে আর অধ্যাদেশে জানানো হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, কোনো ব্যক্তি এ বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার মুখে পড়বেন। দ্বিতীয়বার বা বারবার-এ অপরাধ করলে দ্বিগুণ হারে শাস্তি পেতে হবে।

দলের সব পদ থেকে রুমিন

ফারহানাকে বহিষ্কার

দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানাকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোটেক রুহুল কবীর রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএনপির প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সূত্র : কালের কন্ঠ।

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, বুধবার সাধারণ ছুটি

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আগামী তিনদিন রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ এ তথ্য জানান।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, ‘৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এছাড়া আগামীকাল (৩১ ডিসেম্বর) সরকারি ছুটি এবং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। সংসদ ভবন প্লাজায় তার জানাজা হবে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের মাজারের (জিয়া উদ্যানে) ওখানেই তাকে দাফন করা হবে।’

জানাজা কখন হবে- জানতে চাইলে আব্দুর রশিদ বলেন, ‘সেই সিদ্ধান্তটা একটু পর হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং আছে সাড়ে ১২টায়

সেখানেই সিদ্ধান্ত হবে। তবে সম্ভাব্য সময় বলতে পারি আগামীকালকে জোহরের পর।

তিনি বলেন, তার লাশ এখন এভারকেয়ারে থাকবে। সেখানে যেসব প্রস্তুতিমূলক কাজ হওয়া দরকার সেগুলো হবে। এরপর কালকে সকালে সেখান থেকে রওনা দিয়ে জাতীয় সংসদে নেওয়া হবে। মূল রাস্তা দিয়েই সেখানে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা আছে। সেজন্য হয়তো সময় একটু বেশি লাগবে।

এর আগে, মঙ্গলবার ভোর ৬টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বেগম খালেদা জিয়া। এভারকেয়ার হাসপাতালে লম্বা সময় ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর তাকে স্বামী জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে শায়িত করা হবে।

সূত্র: যুগান্তর

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এ ঘোষণা দেন।

এসময় তিনি সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সবার কাছে খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চেয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক পরম মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার অসামান্য ভূমিকা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার আপসহীন নেতৃত্ব বারবার জাতিকে গণতন্ত্রহীন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে এবং মুক্তির

প্রেরণা যুগিয়েছে। দেশ ও জাতির প্রতি তার সমুজ্জ্বল অবদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

তিনি আরো বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমি তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক এবং আগামীকাল তার নামাজে জানাজার দিনে এক দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছি। নামাজে জানাজাসহ সব ধরনের শোক পালনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমি সবার প্রতি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।’

সূত্র: কালের ক্ন্ঠ